সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য

"নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতি দরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা" কার্যক্রম সম্পর্কিত নির্দেশিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সূচিপত্র

পটভূমি: ৩

২.০ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৪

৩.০ কার্যক্রমের উপকারভোগী ৪

৪.০ পুনর্বাসন সহায়তা প্রাপ্যতা ৪

৫.০ প্রয়োগ এলাকা ৫

৬.০ বাস্তবায়ন কৌশল ৫

৭.০ পুনর্বাসনযোগ্য পরিবারের তালিকা প্রণয়ন এবং সহায়তার পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়া ৫

৮.০ বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা ৭

৯.১ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ৭

৯.২ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কর্মপরিধি ৭

৯.৩ উপজেলা উপকারভোগী বাছাই কমিটি ৯

৯.৪ উপজেলা উপকারভোগী বাছাই কমিটির কর্মপরিধি ১০

৯.৫ পৌরসভা বাস্তবায়ন কমিটি ১০

৯.৬ পৌরসভা বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি ১০

৯.৭ ইউনিয়ন বাস্তবায়ন কমিটি ১১

৯.৮ ইউনিয়ন বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি ১১

১০.০ যেসকল কারণে আর্থিক সহায়তা বাতিল করা যাবে ১২

১১.০ অর্থ বরাদ্দ ও বন্টন ১২

১২.০ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১২

১৩.০ অভিযোগ নিষ্পত্তি ১২

১৪.০ পরিপত্র বলবৎকরণ ১২

১৫.০ পরিপত্রের পরিবর্তন ইত্যাদি ১২

১৬.০ পরিপত্রের কার্যকারিতা: ১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০২৬.১৯.৪৫৯ তারিখ: ২২-১২-২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়: "নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতি দরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা" কার্যক্রম সম্পর্কিত নির্দেশিকা।

১। পটভূমি:

১.০ নদী মাতৃক বাংলাদেশে নদী ভাঙ্গনের কারণে প্রতিবছর গড়ে ১০ হাজার হেক্টর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে[১]। এর ফলে নদীর তীরে বসবাসকারী অসংখ্য মানুষ ঘর-বাড়িসহ স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ হারিয়ে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ছে। এতে বসতবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আবাদি অনাবাদি জমি, ফসল, প্রাণিসম্পদ, বাজার, স্কুলসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রধান নদীসমূহ যেমন: পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদীসমূহের ভাঙ্গনের ফলে প্রায় ১ লক্ষ ৮২ হাজার হেক্টর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে[২]। অপরদিকে নতুন ভূমি সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর। প্রতিবছর নদীর তীরে বসবাসকারী আনুমানিক ৬৮ হাজার মানুষ নদী ভাঙ্গনের কারণে উদ্বাস্তু হয়ে যাচ্ছে[৩]। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে নদী ভাঙ্গনের প্রবণতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.১ এ প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় নদী ভাঙ্গনে বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের নিমিত্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রথমবারের মত একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নদী ভাঙ্গনের কারণে **বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র, ভূমিহীন এবং দুঃস্থ পরিবারকে আপদকালীন সময়ের জন্য আর্থিক সহায়তার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে**। বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এসকল মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁইসহ সর্বস্ব হারিয়ে অত্যন্ত দূর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নদী ভাঙ্গনে বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র, ভূমিহীন এবং দুঃস্থ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে।

১.২ বর্ণিত কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং নদী ভাঙ্গনে প্রকৃত বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র, ভূমিহীন ও দুঃস্থ পরিবার যাতে স্বল্পতম সময়ে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ লাভ করে সেলক্ষ্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

---

[১] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
[২] বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, বেসলাইন স্টাডিজ: ভলিউম-১, অনুচ্ছেদ-২.৪, পৃষ্ঠা-১২
[৩] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

২.০ "নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতি দরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা" কার্যক্রমের

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের **আর্থিক** সহায়তা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক. নদী ভাঙ্গনের কারণে যেসকল দরিদ্র, ভূমিহীন এবং দু:স্থ মানুষের বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

খ. সামগ্রিকভাবে নদী ভাঙ্গনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র এবং দু:স্থ মানুষের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং বসতবাড়ি হারিয়ে যে ধরণের অর্থনৈতিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তা কাটিয়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সাহায্য প্রদান;

গ. নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

ঘ. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা সম্প্রসারণ; এবং

ঙ. দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি।

৩.০ "নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতি দরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা"কার্যক্রমের

উপকারভোগী:

দরিদ্র, ভূমিহীন এবং দুঃস্থ পরিবারের বসতবাড়ি নদী ভাঙ্গনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাঁরা উপকারভোগী/ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের তালিকার আওতাভুক্ত হবে। দরিদ্র, ভূমিহীন এবং দুঃস্থ পরিবার চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় শর্তাবলী নিম্নরূপ:

ক. দরিদ্র পরিবার (মাসিক আয় অনধিক ১৫ হাজার টাকা);

খ. ভূমিহীন পরিবার (জমির পরিমাণ অনধিক ০৫ শতক);

গ. দুঃস্থ পরিবার (পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্য নেই, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, হিজড়া, বেদে প্রভৃতি ধরনের পরিবার)।

৪.০ "নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতিদরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা" কার্যক্রমের প্রাপ্যতা:

কোন পরিবার নদী ভাঙ্গনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ির আর্থিক সহায়তা বছরে একবারের অধিক প্রাপ্য হবেনা।

৫.০ "নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতিদরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা" কার্যক্রমের প্রয়োগ এলাকা:

নদী ভাঙ্গনে **অতি ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলা/পৌরসভাসমূহের** বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র, ভূমিহীন এবং দুঃস্থ পরিবারের আর্থিক সহায়তার জন্য এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এ নির্দেশিকার সাথে **নদী ভাঙ্গনে অতি ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলাসমূহের তালিকা (সংযোজনী-১) সংযুক্ত করা হয়েছে**। তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীসমূহের (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র) তীরবর্তী উপজেলাসমূহের অতীত এবং বর্তমান নদী ভাঙ্গন প্রবণতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনসহ অন্যান্য কারণে কিছু কিছু এলাকার নদী ভাঙ্গন প্রবণতা হ্রাস/বৃদ্ধি হতে পারে। এ কারণে তালিকাটি পরবর্তীতে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন যোগ্য। ভবিষ্যতে তালিকা বহির্ভূত কোন উপজেলা নদী ভাঙ্গনে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হলে উপজেলা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনক্রমে উক্ত উপজেলা কার্যক্রমের তালিকাভুক্ত হবে।

৬.০ "নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতিদরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা" কার্যক্রমের বাস্তবায়ন কৌশল:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জনবল, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনের সহযোগিতায় এ নির্দেশিকা অনুসরণ করে প্রস্তাবিত কমিটিসমূহের অনুমোদনক্রমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে স্টিয়ারিং কমিটি, উপজেলা পর্যায়ে উপকারভোগী বাছাই কমিটি, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে বাস্তবায়ন কমিটি নির্দেশিকায় বর্ণিত নিয়ম নীতি অনুসরণে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

৭.০ "নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতিদরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা" কার্যক্রমের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তালিকা প্রণয়ন এবং সহায়তার পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়া:

ক. ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সনাক্তকরণ এবং আর্থিক সহায়তার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দেশিকায় সংযোজিত **(সংযোজনী-২)** ছক অনুসরণ করে তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে;

খ. **নির্ধারিত ছক** অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ পৌর মেয়র, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তা গ্রহণপূর্বক পুনর্বাসনযোগ্য পরিবারের তালিকা প্রণয়ন এবং আর্থিক সহায়তার পরিমাণ উল্লেখ করে প্রস্তাব করবে;

গ. নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহকালে ইউনিয়ন ভূমি অফিসের রেকর্ডপত্র ব্যবহার এবং তথ্য-উপাত্ত যাচাইয়ের সুবিধার্থে ছবি/ভিডিও চিত্র ধারণ করা যেতে পারে;

ঘ. ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তালিকায় নদী ভাঙ্গনের কারণে **শুধুমাত্র বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র, ভূমিহীন ও দুঃস্থ পরিবারকে** অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

ঙ. দরিদ্র, ভূমিহীন এবং দুঃস্থ পরিবার সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে নির্দেশিকার **অনুচ্ছেদ-৩** এ উল্লিখিত শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে। যেমন: দরিদ্র পরিবার চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের মাসিক আয়, ভূমিহীন পরিবারকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ০৫ শতাংশের কম জমি রয়েছে এমন পরিবার এবং দুঃস্থ পরিবার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যে পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্য নেই, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, হিজড়া, বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে;

চ. ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বসতবাড়ির ধরন (যেমন-ঝুপড়ি ঘর/ছাপড়া ঘর/ ছনের ঘর/মাটির ঘর/বাঁশের বেড়ার ঘর/টিনের ঘর ইত্যাদি) এবং ঘরের সংখ্যা ও আয়তন বিবেচনা করতে হবে;

ছ. ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ির **ক্ষয়-ক্ষতি এবং পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য** সংখ্যার ভিত্তিতে সহায়তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। একারণে পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা, তাদের বয়স এবং পেশা ইত্যাদি তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে;

জ. আর্থিক সহায়তার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবারের মোট নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা ৪ জন হলে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা ৫ জন হলে সর্বোচ্চ ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা এবং নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা ৬ জন হলে সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

ঝ. ইউনিয়ন/ পৌর ভূমি সহকারী কর্মকর্তা তালিকাভুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তথ্যাদি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ইউনিয়ন/ পৌরসভা বাস্তবায়ন কমিটিতে উপস্থাপন করবে;

ঞ. ইউনিয়ন/ পৌরসভা বাস্তবায়ন কমিটি প্রাপ্ত সহায়তার পরিমাণসহ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তালিকা যাচাই-বাছাইপূর্বক উপজেলা বাছাই কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবে;

ট. ইউনিয়ন/ পৌর বাস্তবায়ন কমিটি থেকে প্রাপ্ত উপকারভোগীদের তালিকা এবং প্রস্তাবিত সহায়তার পরিমাণ যাচাই-বাছাইপূর্বক উপজেলা বাছাই কমিটি এতে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে;

ঠ. উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ বরাদ্দকৃত অর্থের ভিত্তিতে উপজেলা বাছাই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধান বরাবর সহায়তার অর্থ/চেক বিতরণ করবে;

ড. সহায়তা প্রাপ্তির জন্য মনোনীত ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট হতে সহায়তার অর্থ/চেক গ্রহণ করতে হবে। অথবা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্বয়ং কিংবা তার প্রতিনিধি উপকারভোগীদের জন্য সুবিধাজনক কোন জায়গায় উপস্থিত হয়ে সহায়তার অর্থ বিতরণ করতে পারবেন;

ঢ. উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রদত্ত সহায়তার তথ্যাদি অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করবে;

ণ. সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এ কার্যক্রম মনিটরিং, মূল্যায়ন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন করবেন; এবং

ত. পুনর্বাসন সহায়তার তথ্যসহ তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ /পৌরসভা ও ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

৮.০ **"নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতিদরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা" কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা:**

নদী ভাঙ্গনে বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে। এ কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিম্নরুপভাবে জাতীয় পর্যায়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো। উপজেলা পর্যায়ে উপকারভোগী বাছাই কমিটি, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে বাস্তবায়ন কমিটি স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে নির্দেশিকায় বর্ণিত নিয়ম নীতি অনুসরণে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে।

৯.১ **জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি:**

১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (ডিজি পদমর্যাদার নিচে নহে)	সদস্য
৩.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব- এর নীচে নয়)	সদস্য
৪.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব- এর নীচে নয়)	সদস্য
৫.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব- এর নীচে নয়)	সদস্য
৬.	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব- এর নীচে নয়)	সদস্য
৭.	স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব- এর নীচে নয়)	সদস্য
৮.	কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব- এর নীচে নয়)	সদস্য
৯.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব- এর নীচে নয়)	সদস্য
১০.	ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব- এর নীচে নয়)	সদস্য
১১.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব- এর নীচে নয়)	সদস্য
১২.	অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১৪.	পরিচালক (কাবিখা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
১৫.	মহা-পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

(সভাপতি প্রয়োজনে কমিটিতে সদস্য অন্তর্ভুক্ত/কোঅপ্ট করতে পারবেন)

৯.২ **জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কর্মপরিধি:**

ক. জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে উপজেলা কমিটির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত নতুন নদী ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা (যদি থাকে) যাচাইপূর্বক অনুমোদন;

খ. কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে কোন অনিয়ম/ত্রুটি/প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হলে সমস্যা নিরসনের জন্য পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান;

গ. কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

ঘ. কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় সাধন;

ঙ. বছরে কমপক্ষে ৩টি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯.৩ **"জেলা কমিটি"**

১.	**জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্য**	উপদেষ্টা
২.	**জেলা প্রশাসক**	সভাপতি
৩.	পুলিশ সুপার	সদস্য
৪.	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
৫.	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
৭.	পৌরসভার মেয়র (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী,পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৯.	নির্বাহী প্রকৌশলী,স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১১.	জেলা মৎস কর্মকর্তা	সদস্য
১২.	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
১৩.	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪.	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১৫.	জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
১৬.	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৭.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
১৮.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

৯.৪ "জেলা কমিটির কর্মপরিধি:

ক. জেলা কমিটি এ কার্যক্রমের মনিটরিং, মূল্যায়ন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন করবেন;

খ. নতুন নদী ভাঙ্গন উপজেলার (যদি থাকে) তথ্যাদি সংগ্রহ, পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিতে প্রেরণ;

গ. জেলা/উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকা নিয়মিত পরিদর্শন ও আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যাদির সমাধানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ ও দিক নির্দেশনা প্রদান;

ঘ. অনুমোদিত উপকারভোগীদের তালিকা এবং বণ্টনকৃত আর্থিক সহায়তার তথ্যাদি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ এবং অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

ঙ. কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ এবং অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

চ. জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;
ছ. বছরে কমপক্ষে ৩টি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯.৫ উপজেলা উপকারভোগী বাছাই কমিটি:

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২.	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
৩.	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট থানা)	সদস্য
৪.	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
৫.	পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট জেলার)	সদস্য
৬.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৮.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১১.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১২.	উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
১৩.	মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত একজন মুক্তিযোদ্ধা	
১৪.	উপজেলার ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি, ১ জন প্রধান শিক্ষক ও ১ (এক) জন গণ্যমান্য মহিলা প্রতিনিধিসহ মোট ৪ (চার) জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৫	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(সভাপতি প্রয়োজনে কমিটিতে সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কোঅপ্ট করতে পারবেন)

৯.৬ **উপজেলা উপকারভোগী বাছাই কমিটির কর্মপরিধি:**

ক. ইউনিয়ন বাস্তবায়ন কমিটি হতে প্রাপ্ত বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র, ভূমিহীন এবং দুঃস্থ পরিবারের তালিকা এবং **আর্থিক সহায়তার** জন্য প্রস্তাবিত অর্থের পরিমাণ যাচাই-বাছাইপূর্বক অনুমোদন;

খ. নতুন নদী ভাঙ্গন উপজেলার (যদি থাকে) তথ্যাদি সংগ্রহ, পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিতে প্রেরণ;

গ. উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকা নিয়মিত পরিদর্শন ও সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যাদির সমাধানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ ও দিক নির্দেশনা প্রদান;

ঘ. অনুমোদিত উপকারভোগীদের তালিকা এবং বন্টনকৃত সহায়তার তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ এবং অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

ঙ. কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ এবং অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

চ. জেলা কমিটি ও জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

ছ. বছরে কমপক্ষে ৩টি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯.৭ **পৌরসভা বাস্তবায়ন কমিটি (কেবলমাত্র নদী ভাঙ্গন এলাকা পৌরসভার মধ্যে হলে):**

১.	পৌরসভার মেয়র	সভাপতি
২.	পৌরসভার সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সদস্য
৩.	শিক্ষক প্রতিনিধি (দুইজন) (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪.	মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত একজন মুক্তিযোদ্ধা	
৫.	এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি (দুইজন) (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৬.	পৌরসভার নির্বাহী/সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য
৭.	পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	পৌরভূমি সহকারী কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব	সদস্য-সচিব

(সভাপতি প্রয়োজনে কমিটিতে সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কোঅপ্ট) করতে পারবেন।)

৯.৮ পৌরসভা বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি:

ক. ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তথ্যাদি এবং পুনর্বাসন সহায়তার পরিমাণ যাচাই-বাছাইপূর্বক সহায়তার পরিমাণসহ উপকারভোগীর তালিকা অনুমোদনের জন্য উপজেলা উপকারভোগী বাছাই কমিটিতে প্রেরণ;

খ. পৌরসভা/ওয়ার্ড পর্যায়ে নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকা নিয়মিত পরিদর্শন ও সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যাদির সমাধানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ ও দিক নির্দেশনা প্রদান;

গ. কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে উপজেলা কমিটির নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ ;

ঘ. বছরে কমপক্ষে ৬টি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯.৯ ইউনিয়ন বাস্তবায়ন কমিটি:

১.	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	সভাপতি
২.	ইউনিয়ন পরিষদের সকল ওয়ার্ড সদস্য/সদস্যা	সদস্য
৩.	ইউনিয়ন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক	সদস্য
৫	বিআরডিবি মাঠ সহকারী	সদস্য
৬.	শিক্ষক প্রতিনিধি একজন	সদস্য
৭.	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি একজন	সদস্য
৮.	মহিলা প্রতিনিধি একজন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৯	ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা	সদস্য
১০	ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	সদস্য-সচিব

(সভাপতি প্রয়োজনে কমিটিতে সদস্য অন্তর্ভুক্ত/কোঅপ্ট করতে পারবেন।

৯.৮ ইউনিয়ন বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি:

ক. ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তথ্যাদি এবং আর্থিক সহায়তার পরিমাণ যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা অনুমোদনের জন্য উপজেলা উপকারভোগী বাছাই কমিটিতে প্রেরণ;

খ. ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকা নিয়মিত পরিদর্শন ও সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যাদির সমাধানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ ও দিক নির্দেশনা প্রদান;

গ. কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে উপজেলা কমিটির নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ ;

ঘ. বছরে কমপক্ষে ৬টি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০.০ যে সকল কারণে আর্থিক সহায়তা বাতিল করা যাবে:

১. ভুল তথ্য দিলে কিংবা দাখিলকৃত কাগজপত্রের সঠিকতা প্রমাণিত না হলে;

২. আর্থিক সহায়তার জন্য তালিকাভুক্তির পর কোন পরিবার তা গ্রহণে অনিচ্ছুক হলে।

১১.০ অর্থ বরাদ্দ ও বন্টন:

ক. নদী ভাঙ্গনে বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। **নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতি দরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য "প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা"** খাতে এ বাবদ অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখবে;

খ. নদী ভাঙ্গনে অতি ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলা/পৌরসভাসমূহের চাহিদা অনুযায়ী iBAS++ সিস্টেমে অতি দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে বরাদ্দ প্রদান করা হবে;

গ. উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ বরাদ্দকৃত অর্থের ভিত্তিতে উপজেলা বাছাই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধানকে ক্রসড চেক/চেক/ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অর্থ বিতরণ করবে;

ঘ. পরিবার প্রতি সহায়তার অর্থ প্রদান করতে হবে। প্রতিটি বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে;

১২.০ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের সার্বিক পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং তদারকির দায়িত্বে থাকবে। এর পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে স্টিয়ারিং কমিটি, জেলা পর্যায়ে জেলা কমিটি, উপজেলা উপকারভোগী বাছাই কমিটি, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন বাস্তবায়ন কমিটি এ কার্যক্রমের বিষয়টি তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করবে। ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত জেলার জেলা প্রশাসকগণ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম পরিদর্শন, মনিটরিং, মূল্যায়ন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির দায়িত্বে থাকবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর একটি সমন্বিত অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং কার্যক্রমের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

১৩.০ অভিযোগ নিষ্পত্তি:

উপকারভোগী নির্বাচন এবং পুনর্বাসন সহায়তার বিষয়ে কোন অভিযোগ/আপত্তি উত্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১৪.০ পরিপত্র বলবৎকরণ:

পরিপত্রে উল্লেখিত নির্দেশাবলী যাহাতে সকল ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় তাহা মহারিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর নিশ্চিত করিবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন, মনিটরিং,তদারকি সমন্বয় তথা রিপোর্ট রিটার্ণ, আদান প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে মহাপরিচালক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কার্যক্রমের নগদ অর্থ বরাদ্দ আদেশ জারি করবেন। কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সরকার অথবা বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে এই পরিপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে ও তাহা অনুসরণ করিতে পারিবে।

১৫.০ পরিপত্রের পরিবর্তন ইত্যাদি

সরকার পরিস্থিতি বিবেচনায় এই পরিপত্রের যে কোন বিষয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করিতে পারিবে। এই পরিপত্রে বর্ণিত বিষয়ে যে কোন অস্পষ্টতা দূরীকরণ, ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা অন্য যে কোন বিষয় যা এই পরিপত্রে উল্লেখ নাই সেই বিষয়ে মন্ত্রণালয় হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/আদেশ দেওয়া যাইবে।

১৬.০ পরিপত্রের কার্যকারিতা:

এই পরিপত্র অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোপূর্বে জারিকৃত এতদসংক্রান্ত সকল আদশে/পরিপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ বাতিল/রহিতকরণ সত্বেও উক্ত বাতিলকৃত/ রহিত পরিপত্র/আদেশ দ্বারা সম্পাদিত কাজের অসম্পূর্ণ কার্যক্রম সম্পদিত হইতে কোন বাধা থকিবে না।

২২.১১.২০২০

(মোঃ আকরাম হোসেন)
অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ)
ফোন: ৯৫১৫৮৮৪

নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০২৬.১৯.৪৫৯ তারিখ: ২২-১২-২০১৯ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি করা হলো:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। মাননীয় সংসদ সদস্য.....।
৪। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৫। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি।
১০। অতিরিক্ত সচিব (প্র:/দু:ব্য:ক:), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখারী বা/এ, ঢাকা (জরুরীভিত্তিতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো)।
১২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
১৩। কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ বিভাগ।
১৪। যুগ্ম সচিব (সকল), দর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫। জেলা প্রশাসক (সকল).....।
১৬। পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
১৭। উপ-সচিব (সকল)/উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৮। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৯। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান,.....(সকল)।
২০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা..... জেলা.....।
২১। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়, ঢাকা।
২২। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৩। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ...(সকল)।
২৪। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাঁকে নির্দেশিকাটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য আপলোড করত: জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ইমেইল এর মাধ্যমে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২৫। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (জরুরীভিত্তিতে ৩,০০০) কপি 'নদীভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতিদরিদ্র/দু:স্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কিত নির্দেশিকা' মুদ্রণপূর্বক সরবরাহের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো)।
২৬। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা.....(সকল)।
২৭। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা.....(সকল)।
২৮। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা..... জেলা.....।

(মোঃ শাহজাহান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (ত্রাক-১)
ফোন: ৯৫৪৫৮৬৯
sasr1@modmr.gov.bd

সংযোজনী-১

নদী ভাঙ্গনে অতি ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলাসমূহের তালিকা:

বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম	নদীর নাম
ঢাকা	ঢাকা	নবাবগঞ্জ	পদ্মা
		দোহার	
	মুন্সিগঞ্জ	টঙ্গীবাড়ী	পদ্মা
		লৌহজং	
		গজারিয়া	
		সিরাজদিখান	
		মুন্সিগঞ্জ সদর	
	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	পদ্মা ও যমুনা
		হরিরামপুর	পদ্মা
		দৌলতপুর	যমুনা
		মানিকগঞ্জ সদর	কালীগংগা
		সাটুরিয়া	ধলেশ্বরী
	টাংগাইল	ভূয়াপুর	যমুনা
		নাগরপুর	
		টাঙ্গাইল সদর	যমুনা ও ঝিনাই
		গোপালপুর	যমুনা
		কালিহাতী	যমুনা
	ফরিদপুর	চরভদ্রাসন	পদ্মা
		ফরিদপুর সদর	
		ভাংগা	আড়িয়াল খাঁ
		সদরপুর	আড়িয়াল খাঁ
		মধুখালী	মধুমতি
		আলফাডাংগা	মধুমতি
	মাদারীপুর	শিবচর	পদ্মা ও আড়িয়াল খাঁ
		কালকিনি	আড়িয়াল খাঁ
	শরীয়তপুর	নড়িয়া	পদ্মা
		জাজিড়া	
		ভেদরগঞ্জ	মেঘনা (শাখা নদী)
		ডামুড্যা	
		গোসাইরহাট	
		শরীয়তপুর সদর	কীর্তিনাশা
	রাজবাড়ি	গোয়ালন্দ	পদ্মা
		রাজবাড়ি সদর	
		পাংশা	
		কালুখালী	
	গোপালগঞ্জ	টুংগিপাড়া	মধুমতি

বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম	নদীর নাম
	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম	মেঘনা/ধলেশ্বরী
		ইটনা	
		মিঠামাইন	
		পাকুন্দিয়া	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র
		হোসেনপুর	
		তাড়াইল	নলসন্দা
		করিমগঞ্জ	
		নিকলি	ধনু
		বাজিতপুর	ঘোড়াউত্রা
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	মেঘনা
		হাইমচর	
	নোয়াখালী	সূবর্ণচর	মেঘনা
		হাতিয়া	
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	মেঘনা
		রামগতি	
		কমলনগর	
রাজশাহী	রাজশাহী	চারঘাট	পদ্মা ও বড়াল
		বাঘা	
		মহানগর (রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন)	পদ্মা
		গোদাগাড়ী	পদ্মা
		পবা	পদ্মা ও বারনই
		বাগমারা	ফকিরন্নী (রাণী নদী) বারনই
		তানোর	শিব নদী
		মোহনপুর	বারনই ও শিবনদী
		দূর্গাপুর	হোজাঁ
		পুঠিয়া	মুশাখা
	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী	যমুনা
		বেলকুচি	
		শাহজাদপুর	
		কাজীপুর	
		সিরাজগঞ্জ সদর	
	পাবনা	বেড়া	যমুনা
		সুজানগর	পদ্মা
		পাবনা সদর	পদ্মা
	বগুড়া	সাড়িয়াকান্দি	যমুনা
		সোনাতলা	
		ধূনট	

বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম	নদীর নাম
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নবাবগঞ্জ সদর	পদ্মা
		শিবগঞ্জ	
বরিশাল	ভোলা	দৌলতখান	মেঘনা
		তজুমদ্দিন	
		মনপুরা	
		লালমোহন	তেতুলিয়া
		বোরহান উদ্দিন	
		চরফ্যাশন	মেঘনা, তেতুলিয়া, বঙ্গোপসার
		ভোলা সদর	মেঘনা, তেতুলিয়া,
	বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ	মেঘনা
		হিজলা	
	পিরোজপুর	ইন্দুরকানী	ধলেশ্বরী
		মঠবাড়িয়া	
		নাজিরপুর	
		ভান্ডারিয়া	
		কাউখালী	সন্ধ্যা
	ঝালকাঠি	নলছিটি	সুগন্ধা
		ঝালকাঠি সদর	
		কাঁঠালিয়া	বিশখালী
		রাজাপুর	
রংপুর	রংপুর	গংগাচড়া	তিস্তা
		কাউনিয়া	
		পীরগাছা	
	লালমনিরহাট	কালিগঞ্জ	তিস্তা
		আদিতমারি	তিস্তা
		হাতীবান্ধা	তিস্তা
		লালমনিরহাট সদর	তিস্তা ও ধরলা
	কুড়িগ্রাম	চিলমারি	তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র
		চর রাজিবপুর	ব্রহ্মপুত্র
		রৌমারি	
		নাগেশ্বরী	ধরলা, ব্রহ্মপূত্র, দুধকুমর
		কুড়িগ্রাম সদর	
		উলিপুর	ধরণা, ব্রহ্মপূত্র, তিস্তা
	নীলফামারী	ডিমলা	তিস্তা
	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	ব্রহ্মপুত্র/যমুনা
		সাঘাটা	ব্রহ্মপুত্র/যমুনা
		গাইবান্ধা সদর	ব্রহ্মপুত্র/যমুনা
		সুন্দরগঞ্জ	তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র

বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম	নদীর নাম
ময়মনসিংহ	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ	যমুনা
		ইসলামপুর	
		মাদারগঞ্জ	
খুলনা	বাগেরহাট	সরণখোলা	বলেশ্বর
		মোড়েলগঞ্জ	পানগুটি
		মোংলা	পশুরনদী
		রামপাল	
		মোল্লাহাট	মধুমতি
		চিতলমারী	
	নড়াইল	লোহাগড়া	মধুমতি, চিত্রা, নবগঙ্গা ও কাজলা
সিলেট	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা	সুরমা
		জামালগঞ্জ	
		সদর	
		বিশ্বম্ভরপুর	
		তাহেরপুর	
		দিরাই	

সংযোজনী-২

নদীভাঙ্গনে বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষয়-ক্ষতি এবং পুনর্বাসন সহায়তা নিরূপণের ফরম

মৌজার নাম: ওয়ার্ডের নাম: পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম:

উপজেলার নাম: জেলার নাম:

ক্রমিক নং	নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধানের নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, বর্তমান অবস্থানের ঠিকানা, মোবাইল নম্বর (যদি থাকে) এবং জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধানের বয়স, মাসিক আয় এবং জমির পরিমাণ	নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধান অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা/ প্রতিবন্ধী/বিধনা/ স্বামী নিগৃহীতা/ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/ হিজড়া/বেদে সম্প্রদায়ভূক্ত (প্রযোজ্য হলে তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে)	নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধানের উপর নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা (সদস্যদের নাম, বয়স ও পেশা)	ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বসত ভিটার জমির তফসিল ও পরিমাণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রমানকসহ)	নদীভাঙ্গনের আনুমানিক তারিখ	বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ততার মাত্রা (আংশিক/ সম্পূর্ন)	ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ির ঘরের সংখ্যা ও আয়তন	নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ির ধরণ (ঝুপরি ঘর/ছাপড়া ঘর/ মাটির ঘর/ছনের ঘর/বাঁশের বেড়ার ঘর/ টিনের ঘর)	বসতবাড়ি ক্ষতি-ক্ষতির আনুমানিক আর্থিক মূল্য (টাকায়)	ক্ষয়-ক্ষতি এবং পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে সম্ভাব্য পূনর্বাসন সহায়তার পরিমাণ (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার প্রধান শিক্ষক (মাধ্যমিক বিদ্যালয়) মেয়র, পৌরসভা/চেয়াম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ